পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর সংশোধনী

২০২৪ সনের ..... নং আইন

যেহেতু পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ প্রণয়নের পর নীতি, আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে; ফলে পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদির বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে কারণে এই আইনটিকে আরও পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, রেগুলেটরী ও সংরক্ষণকারীর ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা সমীচীন এবং প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ আইন, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অধিদপ্তর" বলিতে এই আইনের ধারা ৩ এর অধীনে স্থাপিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা Department of Water Resources Planning and Management (DWRPM) বুঝাইবে,

(খ) "আইন" অর্থ পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ আইন, ২০২৫ কে বুঝাইবে,

(গ) "জলাধার" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২ দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত জলাধার;

(ঘ) "জলাভূমি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২ দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত জলাভূমি;

(ঙ) "জাতীয় পানি নীতি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (৭) এ সংজ্ঞায়িত জাতীয় পানি নীতি;

(চ) "জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা;

(ছ) "পরিদর্শক" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২ দফা (১১) এ সংজ্ঞায়িত পরিদর্শক;

(জ) "পানি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (১৩) এ সংজ্ঞায়িত পানি;

(ঝ) "পানি সম্পদ" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (১৪) এ সংজ্ঞায়িত পানি সম্পদ;

(ঞ) "পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা" অর্থ আধুনিক, তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশলগত উদ্যোগ বা টেকসই স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি বা উভয় প্রযুক্তির সমন্বিত বা সংযোজক ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবহারকারী সকল খাতের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় বিচারে পানির টেকসই প্রাপ্যতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা, সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবহার, সংরক্ষণ, সুরক্ষা, আহরণ, বন্টন, বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের সমন্বিত প্রচেষ্টাকে বুঝাইবে;

(ট) "পানি সম্পদ সংরক্ষণ" অর্থ পানি সম্পদের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমাণগত মানের অবনতিরোধ;

(ঠ) "ফি" অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪৭ এর অধীন নির্ধারিত ফি;

(ড) "ভূগর্ভস্থ পানি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (২৬) এ সংজ্ঞায়িত ভূগর্ভস্থ পানি;

(ঢ) "ভূপরিস্থ পানি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (২৬) এ সংজ্ঞায়িত ভূপরিস্থ পানি;

(ণ) "সরকার" বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(ত) "মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(থ) "অতিরিক্ত মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকে বুঝাইবে;

(দ) "ব্যক্তি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩- এর ধারা ২ দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(ধ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ন) "নির্দেশিকা" অর্থ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস বা নির্দেশিকাসহ সরকার প্রণীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্দেশিকা;

(প) "স্টার্টআপ (Startup)" অর্থ হলো একটি নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ, যার মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৩। পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।—(১) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (Department of Water Resources Planning & Management (DWRPM)) প্রতিষ্ঠা করিবে, তবে শর্ত থাকে যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর আলোকে প্রতিষ্ঠিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), এই আইন জারির পর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তদস্থলে পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (পাসপবঅ) Department of Water Resources Planning & Management (DWRPM) প্রতিস্থাপিত হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ সহ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে যেখানে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র ক্ষমতা ও কার্যক্রম ইত্যাদি বিবৃত আছে তদস্থলে পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর একজন মহাপরিচালক ও অনূন্য দুইজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবেন;

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর প্রধান নির্বাহী হইবেন মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের কার্য পরিচালনার জন্য তিনি সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন;

(৩) মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং চাকরির শর্তাবলি বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(৪) অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি এবং চাকরির শর্তাবলি বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৪। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়।—অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে সরকার বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে স্থাপিত কোন শাখা কার্যালয় স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৫। মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।— এই আইনের বিধান এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের ধারা ৬-এ বর্ণিত অধিদপ্তরের কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশনা ও পরামর্শ দিতে পারিবেন । এছাড়াও এই আইনের বিধান সাপেক্ষে মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পানি সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬ এ বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা ও দায়িত্বের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, মহাপরিচালকের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলির সাথে সমন্বয় সাধন;

(খ) পানি সম্পদের সমন্বিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন, আহরণ, বণ্টন, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে সমগ্র দেশে কার্যক্রম পরিচালনা;

(গ) কোন ব্যক্তির আইনসংগত অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, দেশের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সকল উৎসের পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঙ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা লাভের জন্য কোন স্থানীয় সরকারি সংস্থা বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(চ) সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, বণ্টন, বিতরণ, ব্যবহার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

ছ) ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বা একাধিক ওয়াটার গভর্নেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;

জ) অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম বিষয়াদি, আর্থিক ও প্রশাসনিক, যথাযথ পদ্ধতিতে এবং প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করা

ঝ) কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা বদলি, পদায়ন পদোন্নতি প্রদান করা;

ঞ) অধিদপ্তরের দৈনন্দিন বিষয়াদি পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি, মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা নীতি ও অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়ন করা;

ট) সরকারের অনুমোদনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশকরণ;

ঠ) এই আইনের অধীন তাঁহার যে কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, উহা অধিদপ্তরের উপযুক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে অর্পণ করা;

ড) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত ওয়ারপো'র মহাপরিচালকের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা, কার্যাবলিসমূহ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে;

ঢ) সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

৬। অধিদপ্তরের কার্যাবলি।– অধিদপ্তর এর কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে জাতীয় পানি নীতি, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, বাংলাদেশ পানি আইন ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা'র নির্দেশনা এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতিমালা অনুসারে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জাতীয় পানি সম্পদ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন;

(২) পানি সম্পদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা করা এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৩) পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা;

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৪) নদীর অববাহিকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা;

(৫) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে ভূপরিস্থ পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য অনাপত্তি প্রদান এবং উক্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনপূর্বক ফি বা সেবামূল্য আরোপ ও আদায়;

(৬) ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিদ্যমান নীতি, আইন, বিধিমালার সাপেক্ষে নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পন্ন করাঃ-

(ক) আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;

(খ) বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণপূর্বক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে ছাড়পত্র এবং অনাপত্তি পত্র প্রদান, ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির পরিমাণ ও সমবণ্টন নিশ্চিতকরণ,পানির গুণগতমান বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত কার্যকরি সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকরণ;

(গ) ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যথাযথ সমীক্ষা পরিচালনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও উহার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঘ) ভূগর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের (Aquifer) সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ ও পানি আহরণে বিধি নিষেধ আরোপ বাস্তবায়ন এবং তদারকিকরণ;

(ঙ) ভূগর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের সুরক্ষার জন্য বৃষ্টির পানি, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Rain Water Harvesting) এর পদ্ধতি নিরূপণসহ পানির চাহিদা পূরণের বিকল্প পন্থাসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) পানি সংকটাপন্ন এলাকায় যথাযথ সমীক্ষা এবং দূষণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগ্রহণপূর্বক পানি ধারকস্তরের পুনর্ভরণ (Recharge) সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/প্রকল্প এবং কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ছ) ভূগর্ভস্থ পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানির মূল্য নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পানির মূল্য আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সমগ্র দেশের পানি সম্পদের লভ্যতা নিরূপণ, গুণগত মান নির্ধারণ, উন্নয়ন, প্রভাব নিরূপণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও পরিমাণগত মানের অবনতিরোধ ও সুরক্ষার নিমিত্তে পানি গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণাগারের কার্যাবলি, গবেষণাগারের নমুনা সরবরাহের পদ্ধতি, গবেষণা ফলাফল প্রকাশের ফরম, ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি, ফলাফল প্রাপ্তির ফি নির্ধারণ এবং গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য যে কোনো বিষয়;

(৮) অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক কৃষি, মৎস্য, শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে পানি সম্পদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পানি অপচয় হ্রাস করে পানি সম্পদের সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প খাতে ব্যবহৃত পানির ট্রিটমেন্ট সম্পাদন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় নেয়া;

(৯) পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহার, নিরাপদ আহরণ, সুষমবণ্টন, সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় কৌশল নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(১০) পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১১) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (NWRD), পানি সম্পদের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য পানি সম্পদ এবং অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি Accounting Framework তৈরী করা এবং সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (ICRD) সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ এবং চাহিদা অনুযায়ী উপাত্ত সরবরাহ করা;

(১২) স্কুল পাঠ্যক্রমে পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতার বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণসহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা এবং পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কমর্শালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(১৩) পানি সম্পদের ব্যবহার, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনী কার্যক্রম (যেমন: waste water এর পুনর্ব্যবহার ও অন্যান্য) উৎসাহিত করার জন্য পানি সম্পদ খাতে Startup সংস্কৃতি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(১৪) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর জন্য নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলিসমূহ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে;

(১৫) অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাসহ সরকার প্রণীত অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহের আলোকে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করা;

(১৬) বিভিন্ন দেশের পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক বা আন্তঃদেশীয় নদীসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা বা অনুসন্ধানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ;

(১৭)) এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক সময় সময়ে প্রণীত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পরিকল্পনা, নীতি, নির্দেশিকা, আইন ও বিধি দ্বারা আরোপিত বা প্রদত্ত অন্য কোন কার্যাবলি।

৭। ক্ষমতা অর্পণ।– (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহাপরিচালক বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮। কারিগরি কমিটি গঠন।–(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাকল্পে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে অধিদপ্তর'কে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কারিগরি কমিটি অনধিক সাত সদস্য বিশিষ্ট হইবে এবং পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য কমিটি'র সভাপতি এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমিটি'র সদস্য-সচিব হইবেন এবং কমিটি'র অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) অধিদপ্তর উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানের জন্য তৎকর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা, উপজেলাসহ অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৯। কারিগরি কমিটির কার্যপরিধি।- (১) পানি সম্পদের সমন্বিত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান।

(২) পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে অধিদপ্তর'কে পরামর্শ প্রদান।

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৩) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং গেজেট প্রজ্ঞাপনের পূর্বে কারিগরি কমিটি কর্তৃক অধিদপ্তর'কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। এক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি প্রয়োজনে গঠিত প্যানেল অব এক্সপার্ট (পিওই) এর পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এবং সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (আইসিআরডি)-এ তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও হালনাগাদের উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগীতা বৃদ্ধির বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।

১০। বার্ষিক প্রতিবেদন।—(১) মহাপরিচালক প্রতি অর্থবৎসর সমাপ্ত হইবার পর পরবর্তী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক উহার পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(২) সরকার প্রয়োজনমত অধিদপ্তর এর নিকট হইতে যেকোন সময় অধিদপ্তর এর যে কোন বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং অধিদপ্তর উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিবে।

১১। অস্পষ্টতা দূরীকরণে সরকারের ক্ষমতা।—এই আইনের কোন বিধানে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে উহা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পরিবে।

১২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই আইন, কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা অধিদপ্তর এর কোন কর্মকর্তা বা কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৩। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো-WARPO)- এর সম্পদ ইত্যাদি।— অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বিলুপ্ত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ অধিদপ্তর এর নিকট হস্তান্তরিত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহাদের চাকুরির ধারাবাহিকতা ও জ্যেষ্ঠতার প্রাধান্যসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন থাকিবে।

১৪। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। সংশোধন ও সংরক্ষণ।— (১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (আইন নং ১২, ১৯৯২) এত দ্বারা বিলুপ্ত করা হইল।

(২) অনুরুপ সংশোধন সত্ত্বেও, সংশোধিত আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। মূলপাঠ এবং ইংরেজিতে পাঠ।—এই আইনের মূলপাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে উহার একটি অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা প্রধান্য পাইবে।

তাহমিনা আক্তার রেইনা
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি রিসার্চ ইউনিট
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়